সাধন গান



প্রণেত্রী —

শ্রীমতী শিবদাসী দেবী

মূল্য— ।৵০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

গান মানুষের চিত্তাকর্ষণ করে, একাগ্রতা আনয়ন করে। তাই আজ হৃদয়ের আবেগে গুরুর কৃপায় অবকাশ সময়ে যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য পত্রিকাকারে **"সাধন গান"** নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। আমার এই গান যদি সাধকের সাধন পথের কিঞ্চিৎমাত্র সহায় হয়, তবে আমি আমার শ্রম সফল মনে করিব। সহর মুর্শিদাবাদনিবাসী সঙ্গীত বিদ্যাপারদর্শী সৈয়দ কাদের হোসেন সাহেব, আমার রচিত গানগুলির সুর ও তাল বসাইয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ইতি— ৫ই জুলাই ১৯৩৩ সাল।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ—

শ্রীশ্রীস্বামী দ্বারিকানাথ দেব তপস্বী

সাধুবাবার

শ্রীশ্রীচরণ কমলে—

—পুষ্পাঞ্জলী স্বরূপে—

এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

সাধন গান।

সাধু বন্দনা।

ইমণকল্যাণ—তাল দাদ্‌রা।

জয় জয় জয়, সাধুবাবার জয়,
এ ভারত মাঝে হয়েছেন ধন্য।
দিতে অজ্ঞানের, জ্ঞান ভক্তি দেব,
তুমি বিনা আর কে পারিবে অন্য।
যেতেছে সংসার, হ'য়ে ছারখার,
পাপেতে মতি ভারতবাসী।
না মানে সদাচার, সব কদাচার,
যার যা ইচ্ছা করিছে বসি।
কত লোকে দেব ভক্তি জ্ঞান দিয়ে,
দেখাইয়া দিলে পথ মনোহর।
প্রতি দেশে দেব করিয়া আশ্রম,
ধর্ম্ম প্রচার করহ সুন্দর।

কত নরনারী, ত্রিতাপ জ্বালায়,
নাশিছে শেষে আপন প্রাণ।
পাইলে তারা, ঐ দেব সঙ্গ,
রাখিবে তারা আপন প্রাণ।
উদ্ধার জগৎ, তুমি গো মহৎ,
গাবে তব জয় ভারতবাসী।
আমি গো অধম, কি জানি নিয়ম,
তব কৃপার কেবল অভিলাষি।
তব আশীর্ব্বাদ, গুরুকৃপাবলে,
ভবনদী যেন হই গো পার।
তব করে এই, দিনু আমার,
সাধন গান বই উপহার।

শরণাগতা
শিবদাসী।

গুরুবন্দনা।

কেদারা—চৌতাল

নমস্তে গুরু, প্রভু কল্পতরু,
তুমি সারাৎসার অনাদি আদি।
পূজি নিরবধি, পিতা ত্রিলোচন,
সেই পিতা তুমি দয়ার নিধি।

তব কৃপাবলে, হৃদয়ের বল,
বাড়ে যেন মোর দ্বিগুণ হ'য়ে।
বাসনা কামনা, ধর্ম্ম তেজ বলে,
পুড়ে যেন যায় ছাই হ'য়ে
তোমার চরণে, রাখিয়া ভকতি,
সাধনে যেন গো উন্নত হই।
মা বলে যাহারে, আমার বিশ্বাস,
কৃপা যেন মোরে ব্রহ্মময়ী।
অজ্ঞান তনয়া শত অপরাধি
তার অপরাধ ক্ষমিও পিতা।
আমরা উভয়ে, লয়েছি আশ্রয়,
শিখাইয়া দিও জ্ঞানের কথা।
অচলা ভক্তি, থাকুক মোদের,
তব পদ যেন সদা ধেয়াই।
না জানি ভকতি, আমি মূঢ়মতি,
নিজ গুণে যাহা কর গো তাই।
তোমার পদেতে, মোদের বিশ্বাস,
ও পদে শরণ লইনু তাই।
তব আশীর্ব্বাদ, পুরে গো কামনা,
অন্তিমে যেন মোক্ষ পাই।

রামপ্রসাদি—আড়খেমটা।

মনরে আমার বুদ্ধিনাশা।

তারা বোলে ভবের মাঝে, খেলবি আয়রে নূতন পাশা।
পাঁচ সাত কড়া হাতে নিয়ে, খেলবি যথাস্থানে গিয়ে ;
খেলতে জানলে পাঁচে দশ ; জিতে নিয়ে আসবি খাসা।
বড় যদি হবিরে মন শক্তি-খুঁটি এঁটে ধর।
খেললে পাশা মিলবে খাসা, যা ইচ্ছা তখন তাইরে কর।
তারা বলে ঝাঁপ দিবি মন, জ্ঞান-সমুদ্রের অগাধ জলে।
ভক্তি প্রেমকে সঙ্গে নিবি রতন আছে বহু তলে
শিবদাসী কয় শিখলে খেলা জিতের বাজী পণ করিলে
ঠিক ভাবে মন ফেল পাশা, হার হবেনা কোন কালে।

শিবেরবন্দনা।

কেদারা—সুরফাঁকতাল

জয় জয় প্রভু ত্রিলোচন দানব-দর্পহারী
তব জয় গানে উঠুক বিশ্ব পুলকে শিহরি।
বাজুক ভীম করতাল বাজুক মৃদঙ্গ ভেরী
নমামি চরণে জাগহে শঙ্কর ত্রিপুরারী।
পশু পক্ষী সবে হর হর রবে শব্দ করুক সবে
যত দেবগণ আনন্দে নাচিয়ে তোমার মহিমা গাবে।

বৃষভ লইয়ে নন্দী মহাকাল ভৃঙ্গি নাচুক দিয়ে তালে তাল
দুধারে নাচুক ভৈরব বেতাল ব্যোম্ ব্যোম্ রবে বাজায়ে গাল
গ্রহ তারা সব বৃক্ষাদি পবন, তব নামে সব হউক মগন
নাচুক পৃথিবীর নরনারীগণ শিবগুণ গা'ক সবে।
শঙ্কর নামে জাগুক বিশ্ব দশদিক্ আলো হবে
ওহে মহাকাল সংসার জঞ্জাল জীবের দুর্গতি ঘুচাবে কবে?

মায়ের শরণ লও।

হাম্বির—একতালা

আয় আয় মাগো, চলে আয় আজি
ডাকে যে তনয়া তোর
আমি ভব ধামে জীবন সংগ্রামে
বিক্ষত দেহ মোর
জগৎজননী করুণারূপিণী
দিয়েছ করুণা ধারা
কৃপা পরকাশি হৃদে প্রেমরাশি
আপনি ঢেলেছ তারা
আমি অভাগিনী জনম দুখিনী
শরণ লইনু তোর।

ত্রিতাপহারিণী তুমি মা তারিণী
ঘুচা মা নয়ন লোর।
চিণ্ময়ী তারা তুমি দুখ হরা
শরণ লয়েছি তোমা
সঙ্কট ঘোরে কৃপাময়ী মোরে
তার দয়াময়ী শ্যামা।
তুমি ছাড় ছলা ওগো রাজবালা
ছলনা ক'র না মোরে।
কপটির পাকে, পড়িয়ে বিপাকে,
সদা ডাকি তাই তোরে।
লুকোচুরী খেলা, ছাড় গিরিবালা,
দয়া ক'রে রাখ পায়।
ভক্ত শিবদাসী তাই দিবানিশি
কাতরে তোমায় চায়।

হাম্বির—একতাল।

(ওমা) আসবি কি দয়া ক'রে, আয় আয় চলে আয়
(ওগো) তোর, দয়া দয়াময়ী বল ভবে কেবা পায়।
(ওমা) স্বর্গেতে দেবতা পূজে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি
পাতালেতে ভক্তিভরে বেঁধেছিল বলি

আদ্যাশক্তি তুই মাগো অনন্তরূপিনী
জ্ঞানহীনা আমি তোর, মহিমা না জানি
ভক্তিহীনা শিবদাসী সেই আজি তোরে চায়
ঠেলিস না তারিণী মোরে কৃপা ক'রে রাখ পায়।
(ওমা) শারদে বরদে শুভদে কালী
(ওমা) কেবল কালী কালী বলে
আমার দেহ মন হ'ল কালী
সংসার যাতনা অশেষ বেদনা
আর তো সহেনা প্রাণে।
(ওমা) অশান্তি আগুন, বাড়িছে দ্বিগুণ
ধিকি ধিকি জ্বলে প্রাণে।
(ওমা) জনম অবধি ও পদ ধেয়াই
কিবা ফল দিলি তারা
যদি দয়া কর ; হে রণরঙ্গিনী
কৃপা করে আয় ত্বরা।

ভাবের ঘরে মানসী প্রতিমা।

সিন্ধু—একতালা

আমার মানসী প্রতিমা রূপের গরিমা দেখিব এবার তোরে।
ও তোর ধরেছি চরণ, ছাড়িব না পণ কেমনে ভুলিবি মোরে।

এ নারী হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিব মা চরণে তোর
আমার সঙ্গে কপট ছলনা করিস মা তুই ঘোর।
যে তোরে চেনেনা তাহারে ছলনা করিবি মাগো তুই।
আমি যে তোমারে চিনেছি জননী পেয়েছি যে স্নেহ মুই
এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভালবাসা স্নেহময় ক্ষুদ্র প্রাণ
আমি করেছি যে তোর চরণে লিপ্ত দিবি নাকি প্রতিদান
জগজ্জননী তারা ত্রিনয়ণী প্রাণের প্রতিমা মোর
চিত্তপটেতে দাঁড়াগো জননী তুলি গো চিত্র তোর
ও তোর চরণে নূপুর, বাজিবে মধুর, দিব আমি করতালি
তোর ভক্ত শিবদাসী যুগল চরণ হৃদয়ে লইবে তুলি।

খাম্বাজ—একতালা

ক্ষণে দেখা দেয়, ক্ষণেতে লুকায় কেরে আমার হৃদয় মাঝে
এ যে চমকে চপলা উজলা শ্যামলা এলোকেশী বেশে ঐ বিরাজে
কিবা রূপের মাধুরী আহা মরি মরি ষোড়শী শ্যামা ভুবন মাঝে
দেখিয়া যে মোর ধাঁধিল নয়ন সরেনা যে মন গৃহ কাজে
কখন দেখি যে মেঘের মাঝে কখন দেখিযে গৃহে বিরাজে।
কভু নারী বেশে তারা রক্তবস্ত্রপরা কখন দেখি যে পুরুষ সাজে
সাপিনী কেশ দেখিয়া সভয়ে লুকায় তাহার বিবর মাঝে
নখর দেখিয়া চাঁদ পলাইল রূপসী রমণী পালায় লাজে।

দ্বিজ কন্যা শিবদাসী ভনে, দেখা দেয় মা আমায় ক্ষণে ক্ষণে
কখন দেখি যে হৃদয়মাঝে কখন দেখি যে দেওয়ালে আঁকা
শুনিয়া চরণ-নূপুর-ধ্বনি ময়ুর নাচে মেলিয়া পাখা
শুন গো জননী আমি অভাগিনী জনম জনম দিও মা দেখা।

রামপ্রসাদী— একতালা

মন তোর এত ভাবনা কিসে।
তারা ব'লে বসবি জপে, ছোবে না তোরে নিদ্রা এসে।
যখন দেখবি উঠবে কাশি, ডাকবি ওগো এলোকেশী
দূর করে দে এসব জ্বালা, নইলে আমি পারব কিসে।
ডুবাবি মন মনের মাঝে, চিন্তা করবি চরণরাজে ;
কর ধরে জপ করবি মন, পদ্মাসনে থাকবি বসে।
শিবদাসী বিভীষিকা যখন তোকে ঘিরবে এসে
মাকে বলে দূর করে দে, জয়ী হবি মন সকল শেষে।

বাউল সুর—একতালা।

মাগো তোরে ছেড়ে ভবের মাঝে,
পরবো কি মা লোভের মালা।
তা না হ'লে এক ছেড়েদি আরেক আশে,
আশার নেশা বিষম জ্বালা॥

জুটে যায় অর্থ আশা, যায় না নেশা,
মনটা আমার লক্ষ্মীছাড়া।
আমায় নিয়ে, টানাটানি ক'রে সর্ব্বনাশী,
খেল্‌লি খেলা সৃষ্টিছাড়া॥
ফেল্‌ছো কত পাকে, মরি বিপাকে
দেহ মনটা ছারখার।
আবার মায়া দেখিয়ে বল মাগো
ভালই আমি ক'রবো তোমার॥
ও তোমার ভালোর জ্বালায় জ্বলে মরি,
ডেকে মরি তবু তোকে।
বিপদে পড়্‌লে পরে, দাঁড়াস্ সরে
দেখিস্ নাকো তুই আমাকে॥
হ'য়েছি রোগে জরা বল মা তারা,
সাধন ভজন কর্‌তে নারি।
দেখছি মনে ভেবে, তুমি বিনে,
উপায় নাই গো মা শঙ্করী॥
ভক্তি প্রেমের, শক্ত ডোরে,
বাঁধবো তোমার পা দুখানি।
শিবদাসী কয়, মায়ে মেয়েয়,—
হবে এবার জানাজানি॥

রামপ্রসাদি—কাওয়ালি।

খেল্‌তে বোস্‌ মনরে পাজি।
এমন খেলা খেল্‌বি রে মন,
যাতে জিত্‌তে পার্‌বি বাজী॥
ভবের খেলা খেল্‌তে গিয়ে,
দু দশ কড়া হাতে নিয়ে;
লাভে-মূলে হারাইলি,
ফুরিয়ে গেল সকল পূঁজি।
ভক্ত শিবদাসী বলে,
মন সঁপ মার চরণতলে,
তারা ব'লে থাকো বসে
কি কর্‌বে সেই যমটা পাজী॥

ছায়ানট—একতালা।

আমায় আজ কেন কালী দেখ্‌না চেয়ে।
নয়ন মুদে তারা ব'লে, মন রাখি তোর চরণতলে;
দিবানিশি ভাবি ব'সে নীলবরণি কাল মেয়ে।
(ওমা) আস্‌বি যাবি নিশিদিন,
ভেবে তনু মন

আমি যে মা দীনহীন,
আছি যে গো পথ চেয়ে।
হইলে দ্বিপ্রহর নিশি, গগনে উদিত শশী,
আমি ভাবি শ্যামা এসে, কোলে নেবে নিজ মেয়ে।
দ্বিজকন্যা শিবদাসী, (বলে) প্রেম অশ্রুজলে ভাসি,
কালী আমার পারের মাঝি, পার ক'রবে হয়ে নেয়ে।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মাগো আমার এই বাসনা,
যেন দিয়ে প্রাণ মন করিয়ে যতন
(আমি) করতে পারি তোর সাধনা।
এ বিশ্ব সংসার মাঝে ; ঘুরে বেড়াই মা
নানা কাজে ;
মিথ্যা ভ্রমে মায়ার বশে,
তোর যেন নাম ভুলিনা।
বাধা বিঘ্ন যত ধরে, কাটে যেন তোর
নামের জোরে ;
ব্রহ্মময়ী অস্ত্র সহায় করে
কিছুতে যেন টলিনা।

আমার হয় যেন গো মন্ত্রের সাধন
কার্য্যের সাধন কি শরীর পতন।
আমি জগৎ মাঝে ক'রবো সাহস
কিছুতে যেন ডরিনা।
ভক্ত শিবদাসী কয়—
ভূত, প্রেত, দৈত্য, মানুষ হয়
ব্যাঘ্র, ভালুক আর হিংস্র জন্তু,
কেউ যেন কিছু করে না।

বেহাগ—তেতালা।

অপূর্ব্ব আনন্দ রসে, ডুবিল মন ভাবাবেশে
সুগন্ধে ভরিল মন প্রাণ।
(আমি) ঘরের ভিতর গিয়া, ফিরিতে না পারি আর
আকুল করিল হৃদি প্রাণ।
পুলকে হরিল জ্ঞান চেতনা রহিত প্রাণ
আমি গাহি কালী নাম গান।
মা আমার নয়নতারা, শকতি দিও গো তারা
করি তব প্রেম সুধা পান।
ভক্ত শিবদাসী কয়, তুমি তো সামান্যা নয়,
কর মোরে প্রেম ভক্তি দান।

কামোদ—একতালা।

শ্যামা তোমারে জপিয়া, তোমারে পূজিয়া
গতি যদি নাহি পায় মা জীবে।
তবে আর কেনে, এ মর ভুবনে
কে আর তোমার নামটী লবে।
ওমা শয়নে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
যে ডাকে তোমারে মাগো তারা।
দুঃখে দুঃখে দগ্ধে তারে
ক'র মা তাহারে চিত্ত হারা।
তোমার চরণ করে যে ধারণ—
চোখের জলে সে হয় দৃষ্টিহারা।
এই জগৎ মাঝে, পাপী তাপী যত
চারিদিকে তার কর্‌ছে তাড়া।
সত্যের জয় নাইকো হেথা,
মিথ্যার জয় জগৎ মাঝে।
যার যা ইচ্ছা বল্‌ছে কর্‌ছে,
তবুও আছি মা আপন কাজে।
আক্ষেপ হৃদয়ে শিবদাসী কয়,
শ্যামা মায়ের নামে কই হ'ল জয়।
ধর্ম্মের পরিণাম এইরূপ হয়,
তাকে দগ্ধে মর্‌তে হয় জগৎ মাঝে।

———

ঝিঝিঁট—একতালা।

শ্যামা, তোমাতে আমাতে মুখেরি কথাতে
হবে কিগো পরিচয়।
এবার মা হারে কি মেয়ে হারে,
দেখি কার্ বা হয় গো জয় :
মোরে কেন দেখাও ভয়, সে মেয়ে এ নয়
জগৎ জননী তারা।
তোমার মেয়ে কি যেমন তেমন হয়,
ঠিক্ পায় মা মাতৃধারা।
তবে আর কেনে, তনয়ার সনে
লুকোচুরী খেলা কর।
যখন দিয়েছো যন্ত্রণা, আমি ছাড়িব না,
এখন যা ইচ্ছা তাই মা কর।
সংসার মাঝারে, নরক দুস্তরে,
ঘোর পাক্ শুধু খ ই।
তনয়ায় তারিণী, তার নিস্তারিণী
দিবানিশি ডাকি তাই।
ওগো নিদয় নিঠুরা, চপলা চঞ্চলা
শুন গিরিরাজ বালা।
তোর শিবদাসী, ভুলিবার নয়
ছাড় মা সকল ছল কলা।

ওগো হরহৃদি বিলাসিনী শ্যামা।
ঐ তোমার নামে, তোমার প্রেমে
আমার চিত্ত বাঁধিও মা।
তুমি আমার বৃন্দাবনের বিলাসিনী রাই
তোমার প্রেমে মত্ত হয়ে যেন
তোমাকেই মা পাই।
মনের আঁধার টুটে গিয়ে
জ্বলুক প্রাণে আলো।
তোমার দয়ায় ; তোমার কথায়
হয় যেন মোর ভালো।
ভক্ত শিবদাসী কয় মা—
আমার মন অলি,
তোমার চরণ মধু খাবার তরে—
সদাই যাবে চলি।

কবিতা।

শুন শুন শুন শুন মাগো বলি।
আমার এই হৃদয় মাঝে, মোহন সাজে
একবার নৃত্য কর গো কালী।
যেন হয় মা আমার, জনম সফল
আর কিছু নাহি চাই।

যেন জনম জনম, করিয়ে সাধন,
ঐ তব পদ পাই।
তারা ব'লে আমি ঝাঁপ দিনু মাগো
ও রাঙ্গা চরণতলে।
ও তোর, চরণমাঝারে নূপুর হইব
আমি বাজিব কালী কালী বলে।
জল, স্থল, মহাব্যোম,
ও তোর চরণে করিছে নতি।
তোমার মহিমা, কিবা বল জানি
আমি যে মা হীনমতি।
স্বর্গেতে দেবতাগণ তব নাম গায়।
পাতালেতে শেষ রাজা
পূজে তোমার পায়!
মোর নাহি ফুলদল, নাহি গঙ্গাজল,
নাহি আর বলিদান
কি আছে আমার, কি দিব তোমায়
আছে শুধু এই প্রাণ।
এখন যা কর, তা কর মাগো
পড়ে আছি চরণতলে।
ও তোর চরণপদ্মেতে ভ্রমর হইব,
আমি গুঞ্জরিব তারা বলি।
যেন সেই শেষ দিনে, তারা তারা বলে,
জীবন যায় গো কালী।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার জেগেছে প্রাণ মায়ের ডাকে।
আমি দেখ্‌বো এবার ডেকে ডেকে
দেখি মেয়ে ফেলে মা ক'দিন থাকে।
ছেলে মেয়ে কাঁদ্‌লে পরে
মা হ'য়ে স্থির রইতে পারে
ওমা আমি যে তোর দুঃখী মেয়ে
তুই আস্‌বি নেকো আমার ডাকে।
আমি মেয়ে জ্ঞান হারা,
তাই বলে কি নিদয় তারা,
মাতৃস্নেহ কি এমনি ধারা
দেখবি নিকো তুই আমাকে।
যদি হই মা অপরাধী,
তোর চরণে নিরবধি
কত দুঃখ দিলে মোকে।
আর কেন বঞ্চনা মোরে
আমি মা মা বলে ডাকছি কত
তুই কি মা বধির এত
শুন্‌তে পাস্‌নে কোন মত
বল্‌ কেমনে আর ডাকি তোরে।

বেহাগ—কাওয়ালী।

মাগো তুমি ঘুমায়োনা আর।
উঠগো জগৎমাতা হচ্ছে কত অবিচার।
চক্ষু মেলি দেখ্ মা ভবে
অন্যায় অত্যাচার কত হবে,
যার যা ইচ্ছা করছে সবে
কেহ ধারে না ধর্ম্মের ধার।
সাধু মাগো চোর হয়
চোর যে মা সাধু হয়
মিথ্যা দিয়ে সত্য ঢাকে
খোলে না সত্যের দ্বার।
অবাক হচ্ছি দেখে শুনে,
মানুষকে মানুষ নাহি মা গনে,
কারো কথা কেউ না শুনে,
সবই হ'ল একাকার।
শিবদাসী কেঁদে বলে
রাখ গো মা চরণতলে,
ও তোর কালী নামের সার্থকতা
বুঝে আমি দেখ্‌বো এবার।

শঙ্কর—একতালা।

আঁধার রজনী অমাবস্যা রাতে
আমি দেখিনু ঘুমেরি বশে।
যেন চতুর্ভূজা শ্যামা মুক্তকেশী বামা
দাঁড়ায়ে আমার পাশে।
আমায় কিবা মন্ত্র দিল, প্রাণ শিহরিল
ভুলায়ে ফেলিল মোরে।
কি অপূর্ব্ব শোভা হেরিনু নয়নে,
সেদিন স্বপন ঘোরে।
রক্ত বিকসিত, পদ কোকনদ
নখরে হেরি চাঁদিমা।
উজলিল মুখে বিমল ভাতিমা,
দেহেতে আশ্চর্য্য গরিমা।
যেন মেঘেরি বরণ হরিল চেতন
প্রাণ মন করে চুরি
যে তারে হেরিবে সেই ভুলে যাবে
কেটে যাবে মায়া ডুরি।
দীনা দ্বিজ-কন্যা শিবদাসী কয় —
সে কালী তো সামান্যা মেয়ে নয়,
ও তার রূপের ছটায়
চমকিত ত্রিভুবন নরনারী।

বিভাস- একতালা

ভক্তি প্রেমের শক্তিরূপিনী জগৎজননী তারা।
ও সে উজ্জল বরণী শিবের ঘরণী আমার নয়ন তারা।
বহুদিন হ'তে চাহিতে খুঁজিতে আমার আসিল নয়ন পথে।
নহে অজানা অচেনা, যেন কত জানাশুনা বুঝিয়াছি বিধিমতে।
এতদিন হ'তে ঘুরিয়াছি বৃথা শুধু নকলের তরে।
আসল বলিয়া যা কিছু ধরেছি নকল হইল পরে।
এখন মিলেছে আমার আসল যাহা ঠিক্ প্রাণে প্রাণে মিলে।
ও সে হরহৃদিধন, করিয়ে যতন লইব সাধন বলে।
ভক্ত শিবদাসী বলে মাগো আর কতই করিবি খেলা।
ও তুই নব নব ভাব করিয়ে ধারণ কর কত মত ছলা।

ও মনরে তুমি সার করেছ তারার চরণ
তোমার আবার ভয়া
জগৎমাঝে মায়ের নামে
পাপের পরাজয়।
তুমি চক্ষু মুদে ডাক বসে ধরবে না
কোন বিঘ্ন এসে—
বাবা তোমার আছে যে মন সে যে মৃত্যুঞ্জয়।

দিয়ে ভক্তি প্রেমের শক্ত দড়ি
বাঁধ সেই যুগল চরণ তরী।
যত ঢেউ উঠুক নারে মন
সে তরী ডুববার তো নয়।
শিবদাসী যে মায়ের মেয়ে
দেখবে জগৎবাসী চেয়ে
মানুষের চোখ আপনি ফুটবে
কানা তো কেউ নয়।

বাগেশ্রী—তেওরা।

গেল বিফলে দিন হলো না সাধনা
যাতনা পাই মা ভবে।
ওগো ত্রিনয়না বলে দেনা মোরে
দিন পাব আমি কবে।
কত দিন এল কত যায় দিন,
ঘুচিবে নাকি মা দীনার দুর্দ্দিন।
আমার আঁধার জীবন আলোকিত হয়ে
প্রাণ চির শান্তি পাবে।
আকুল বাসনা জাগিছে অন্তর
কিরূপেতে মেটে সেই ইচ্ছা মোর ;

তুমি ইচ্ছাময়ী হৃদয়েতে মোর
আমার সে সাধ মিটিবে কবে।
আসিবে কি মাগো সেই মহা দিন
যেদিন তারা তারা বলে হব জ্ঞানহীন
আমি আনন্দে নাচিব নাম গাহিব
আমার প্রেমবারি চোখে ববে।
দীনা শিবদাসীর মনে বড় আশা
অল্পে তার মাগো মিটে না পিপাসা
আকুল পিয়াসা তোর ভালবাসা
আমি পূর্ণ লভিব কবে।

যোগীয়া—দাদরা।

যতন করে খোঁজরে মন
মিলবে রতন অবহেলে।
শক্ত হয়ে কর্‌রে কাজ
আর প্রাণ দাও মার পদতলে।
লাগ্‌লে ক্ষুধা, পাবে সুধা
পেটের জ্বালায় ভেবে মর।
মাকে ডেকে গলা ধরে
স্তন্য দুগ্ধ মন পান রে কর।
উঠ্‌তে বস্‌তে, খেতে, শুতে
ভাব মাকে দিনে রেতে—
বলবে ডেকে মাগো আমার
সব বাসনা পূর্ণ কর।

ছায়ানট—একতালা।

অন্নে তৃপ্তি হয় না মা মোর
শুন গো তারা ও শঙ্করী।
মনে হয় মা দিবানিশি
দেখবো তোমায় নয়ন ভরি।
ঝুলবো তোমার গলা ধরে
কাঁদ'ব ডাক'ব মা মা করি।
আবার নিজ হাতে করাইয়ে স্নান
সিঁদুর দিব সিঁথি ভরি।
চরণ দুটী হাতে ধরে, আলতা পরাব রেখা করে
চক্ষুতে দিব কজ্জল।
বস্ত্র অলঙ্কার পরাব ধরি
আঁচরিয়ে দেব চাঁচর কেশ,
দেখে যেন ভোলে মহেশ।
সে যে আমার পাগল বাবা
শ্মশানেতে বেড়ায় ঘুরি।
শোন মা তারা এলোকেশী,
ও সেই পাগল বাবায় গৃহবাসী
করবে তোর এই শিবদাসী
বাবার স্নেহ লব কাড়ি।

বিভাস—দাদরা।

আমার এই ব্রহ্মময়ীর চরণ হাটে
কে আস্‌বিরে আয়।
সকাল ক'রে আয়রে চ'লে
বৃথায় সময় কেটে যায়।
পাবি ধন মনের মতন
নূতন নূতন অপূর্ব্ব রতন।
বিনামূলে সব পাবিরে
কেবল খানিক খাট্‌তে হয়।
ছেড়ে দেরে লোভের মালা
বাইরে রাখ সব মায়ার খেলা,
অন্তরে জ্ঞানের জ্বালরে আলা
সব পরিস্কার হ'য়ে যায়।
সুমতি কুমতি যোগ—
করায় রে সব ফল ভোগ,—
কুমতিতে ধরে যারে—
লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে যায়।
শিবদাসীর কথা নেরে—
সুমতিকে ধররে জোরে
অবিদ্যা জড়তাগুলি
ঝেড়ে ফেলে চলে আয়।

———

সাহানা—একতালা

কালী পদ সার কর মন আমার,—
হৃদে ভাব সদা কালী।
ও নাম জপিতে জপিতে পাইবি দেখিতে
অধীর হয়ো না বলি ;
মনরে তুমি কালী কর সার—
কালী ক'রবেন পার
কাল ভয় তোমার রবে না
ও মন লহ কালী পদাশ্রয়, দূর হবে ভয়
যাতনা বিষাদ পাবে না।
অজ্ঞান তিমির নাশিয়া রে মন,—
জ্ঞান আলোক জ্বালি—
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র, ভগ্নী—
সব হবে তোর কালী।
কালী হবে তোর গৃহ ঘর দ্বার—
কালী হবে তোর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
কালী হবে রে মন তোর প্রতিবাসী
রক্ষক হইবে কালী।
মন তুমি ভেবো না, ভেব না বিফল ভাবনা
চিন্তা ছাড় তুমি মনে—
যে চিন্তাময়ীর নাম, জপিবে রে মন
তার চিন্তা হবে কেনে ?

মন তোমায় ভেবো না কো বলি
পাবে তুমি কালী যেদিন সময় হবে—
সে দিন ভেদিয়া পৃথিবী, মায়ের মূরতি—
নিশ্চয় দেখা দিবে।

তিলক—একতালা।

মা, আমি স্বপনে পেয়েছি, যতনে রেখেছি
আমার হৃদয় মাঝারে।
আমি, নির্জ্জনে পূজিব যতনে ভাবিব
বলিব না আর কাহারে।
ওমা তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিলাম নিগড় বাঁধনে,
দেখি ও চরণ হৃদয় হইতে
ছাড়াইয়া লবে কেমনে।
আমি প্রেম ফুলে ভক্তি চন্দনে
পূজিব চরণ তোমারি
আমার নয়নেরি জল হবে গঙ্গা জল,
মন বিল্বদল আমারি।

দেহ হবে তোমার কৈলাস ভবন
মস্তক অর্ঘ্য তোমারি
প্রাণ হবে তোমার স্বর্ণ সিংহাসন—
হস্ত হবে অসি আমারি।
আমার কর্ণ হবে চরণ নূপুর
নয়ন হবে মুণ্ডমালা
আমি দেহের রক্ত আল্‌তা করিব
চরণ করিব চেলা।
বদন করিব ঢাক ঢোল বাদ্য
ভক্তি সুধা আতপ কলা।
জ্ঞান করিব ঘৃতেরি প্রদীপ
জ্বলিবে নিশি বেলা।
দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু
বলি দেব পদে তোমারি
ভক্ত শিব দাসীর দেহ মন প্রাণ
সবি যে মাগো তোমারি।

কানেংড়া—একতালা।

আয়গো আয় পাগলা মা মোর
প্রাণের তারা পূর্ণশশী
রাখবো তোমায় যতন ক'রে
সেবিব পদ দিবানিশি।

বাবা পাগল তুমিও পাগল

আমিও তোর পাগলী মেয়ে

সেবকগুলি বদ্ধ পাগল

যে নেবে তোর চরণ চেয়ে।

তুমি আপনি হাস আপনি নাচ

আপনি দাও মা করতালি,

ভক্তগুলি সব ঠিক তাই

যত পাগলের খেলা কালী।

তোমার এই পাগলা হাটে

নৃত্য গীতের পশার বটে—

সঙ্গীগুলি নাচে হাসে

ঢুলে পড়ে মা লুটে পুটে—

শিবদাসী কয় পাগলা হাটে—

হাঁসা কাঁদা সবই আছে

যত দুঃখ তত সুখ মন—

বৃথা সময় কাটাস্ পাছে।

রামপ্রসাদী—আড় খেমটা।

আয় মন তুই স্নানে যাবি।
ও সেই কালী হ্রদের কাল জলে
কালী ব'লে স্নান করিবি।
হবেরে তোর জ্ঞান লাভ
কেটে যাবে মোহ পাপ—
হবে কালী চরণ লাভ
অনায়াসে মোক্ষ পাবি।
ও মন, কালী হ্রদে ক'রলে স্নান—
দূর হবে তোর অজ্ঞান
অনায়াসে কালী ব'লে
ভব পারে চ'লে যাবি।
ও মন, কালী কালী বলে যারা
কোন দুঃখ পায় না তারা
একেবারে মুক্তিলাভ
চতুর্ব্বর্গ সবই পাবি।
ভক্ত শিবদাসী বলে
স্নান ক'রে সেই কাল জলে
কালী ব'লে মন মাতালে
নাচ ওরে মন তোরে বলি।
মায়ের কাজ মা খুব ক'রেছিস্
আমি মনে মনে ভাবি তাই।

যত করি ভাল কাজ

ততই দুঃখ অধিক পাই।

অনন্ত পরীক্ষা ঘোরে

ঘুরিয়ে আন্‌লে তুমি মোরে,

শেষ কালেতে সংসার মাঝে

হাবু ডুবু খেয়ে যাই।

তুমি নামটী নিয়ে জগৎ মাতা

এত দয়া শিখ্‌লে কোথা,

এতই আমার মাথা ব্যথা

কেবল তোকে ডেকেই যাই।

মা হ'য়ে মা মেয়ের পানে

ফিরে চেয়ে দেখিস্‌নে কেনে

তবু আমার হয় গো মনে

ও তোর চরণ দুটী যদি পাই।

ঝিঝিট—একতালা।

তুমি মাগো সতী কালী

কেন তোমার এমন বেশ

তোমার পদতলে লুটাইতেছে

যোগী বেশে আপনি মহেশ।

দেখ না মা তুই চক্ষু মেলে
পতি যে তোর পদ তলে
মনের সুখে দাঁড়িয়ে আছ
নাইকো তোমার লাজের লেশ।
আমার উলঙ্গিনী বেশে শ্যামা
করেতে খর্পর ধ'রে মা
এলায়ে চুলের রাশি
ধ'রে আছ মায়ার বেশ।
ওমা কুবের ভাণ্ডারী যার
বসনের কি অভাব তার—
কোন দুঃখে ওমা কালী
ধর কাঙ্গালিনীর বেশ।
দুলছে গলে মুণ্ডমালা, তার পাশেতে জবার মালা
মুখে নর রক্ত ধারা, এ তোর মা কেমন বেশ।
নারী হ'য়ে চার হাত করি, এক হাতেতে মুণ্ড ধরি
নাচ্ছ যে মা তালে তালে নাই কি তোর সরমের লেশ
ভক্ত শিবদাসীর বলা, ছাড় এ সব মায়ার খেলা
ও তোমার মনের কথা যায় না বলা,
কখন ধর কিবা বেশ।

মালশ্রী—একতালা ।

সমরে এল কে রণরঙ্গিণী
পুলকে ধরা হাসে ।
ধনির পদে কাঁপে ধরা
ও সে উলঙ্গিনী পারা
পৃথিবী কাঁপিল তাহারি ত্রাসে ।
লোল জিহ্বা হ'তে ঝরিতেছে লালা
গলে দুলিতেছে নরমুণ্ড মালা
দুই ধারে দুই ডাকিনী যোগিনী
অট্ট অট্ট হাসে ।
বাম করে শোভে উলঙ্গ কৃপাণ
দক্ষিণ করেতে বরাভয় দান
আর করটী শুধুই শোভিছে
অন্য করে মুণ্ড সাজে ।
আমার চতুর্ভুজা শ্যামা
মুক্তকেশী বামা
এলোকেশে ঐ বিরাজে
শববেশে শিব পদতলে রয়,
রোমকূপ দেবতার আলয়,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পদতলে রয়,
এসেছে ভুবন মাঝে ।

হুঙ্কার রবে ডাকিছে ডাকিনী
হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ রবে হাসিছে যোগিনী
হিলি কিলি রবে নাচিছে শাঙ্কিনী
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে।

যত পৃথিবীর নরনারীগণ
ভক্তি ভাবে সবে হইয়ে মগন
মা মা শব্দে ডাকিতে ডাকিতে
পদেতে পড়িবে সবে।

ভক্ত শিবদাসী ডাকিতেছে সব,
দেখরে চাহিয়া যতেক মানব ;
ঐ এলোকেশী শ্যামা পূর্ণশশী বামা
চরণে নূপুর শোভে।

সাহানা—তেতালা।

(মা) কত দিন কাঁদিয়াছি, কতদিন ডাকিয়াছি
পূজিতেছি চরণ তোমার।
(আমি) ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যাগ করি, শোক দুঃখ পরিহরি—
মা মা বলি ডাকি অনিবার।
(আমি) সংসার মাঝেতে থাকি, কোন দিক্ নাহি দেখি
এই কি মা তোমার বিচার।

(তুমি) নাম নিয়ে জগন্মাতা, নিষ্ঠুরতা শিখিলে কোথা
কেবল ছলনা কর আর।
(মাগো) কঠিন তোমার হিয়া, নাহি কোন দয়া মায়া
কে আজ ডাকিবে তোরে আর।
(তুমি) হয়েছ প্রবীনা জ্ঞাণী, বালিকা ত নহ জানি
ও খেলাত সাজে না তোমার।
(মাগো) তোমার চরণ তলে, প'ড়ে আছি পাব বলে
তবু দয়া হয় না তোমার।
(তুমি) হইলে নিদয়া এত, আমি ধরি কোন পথ
বলে দাও মা তুমি সারাৎসার।
(মাগো) আর তোরে ডাক্‌বো কত ; প্রাণ মোর ওষ্ঠাগত
দেহ মন চলে না যে আর।
(তোরে) আগে যদি জানিতাম, চরণ না পূজিতাম
কলঙ্ক হবে নামেতে তোমার।

কবিতা।

রাত্রিতে শয়নাবেশে, চক্ষু মুদি অনায়াসে
মনে মনে করি আমি ধ্যান।
(আমার) আসিল জীবন্ত ছবি, যেন চিত্রিত করিল কবি,
তুলি দিয়ে মার মুখখান।

দাঁড়াইল গৃহ মাঝে, মোহন মুরতি সাজে
অপূর্ব্ব সে পদ দুই খানা।
চরণে নূপুর সাজে, রুণু, রুণু, রুণু, বাজে
ধরিবারে চক্ষু মেলিলাম।
অদৃশ্য হইল মাতা, প্রাণে গিয়ে বাজে ব্যথা
মনে হয় হায় কি করিলাম।
নির্দ্দয় হইল মাতা, মোরে না কহিল কথা,
খুজে দেখি মার পা দুখান।
ভক্ত শিবদাসী বলে, নীল সাগরের সেই কালো জলে,
ত্যজিব আমার তনুখান।

সাহানা—কাহার্ব্বা।

নারী ব'লে আমার পরে
সবাই মিলে করে জোর
জগৎ মাঝে একেলা আমি—
হ'য়ে আছি যেন চোর।
দেহ মনটা ক'রলে মাটী
বার ভূতে জুটে পুটে—
মরছি কেবল প্রাণটা নিয়ে
সদাই ভূতের বেগার খেটে।

দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু—
তারা দিচ্ছে কুমন্ত্রণা
ক্রোধ রিপুতে ক'রলে মাটী,
নইলে আমি খাঁটী সোণা।
যত অর্থ আসে যায়—
কেবল চোখে দেখে মরি
কেঁদে শিবদাসী কয় আমি
হ'য়ে আছি মা দীন ভিখারী।

ভূপালী—তেওড়া।

আমায় পাগল পাগল করে লোকে
ভাবের পাগল কজন হয়?
ওরে মায়ের প্রেমে মত্ত হলে
আনন্দে সে নাচে গায়।
কালী প্রেমের বইছে ধারা
স্রোতে বাধা কেবা দেয়।
ভাবুক ভিন্ন ভাব বুঝে না
অজ্ঞান ও যেবা পায়।

ধ্যানের দ্বারায় আনব' মাকে
নৃত্য ক'রবেন আমার তারা
সেই সঙ্গে নাচবো আমি—
হ'য়ে পাগলিনী পারা।
ক'র কৃপা মাগো কালী—
তোমার কৃপা কেবা পায়—
ভক্ত শিবদাসী বলে মা আমায়—
দয়া করা উচিৎ হয়।

রাগিনী—ঢিমে তেতালা।

সে ত একলা রাখে না মোরে
সে যে আসিবার লাগি দয়াময়ী সদা,
উঁকি ঝুকি ঘরে মারে।
সে যে দয়ার আধার খনি,
ও তার দয়া আছে ব'লে
নাম ধরিয়াছে তারা জগজ্জননী।
সে যে অতি স্নেহ করে মোরে
সেই কারণেতে তাহার চরণ—
ধরিয়াছি আমি জোরে।

সে যে পতিত পাবনী তারা,
ও সে পতিতে তরাতে আসে পৃথিবীতে
যে ডাকে তারা তারা।

ও তার চরণ পাবার লাগি,
শত বর্ষ ধ'রে, তপস্যা করে
কত শত সিদ্ধ যোগী।

সে যে শরণাগতরে রাখে
ও সে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন
সদাই করিয়া থাকে।

যে মা বলে কাতরে ডাকে
সেই তন্দ্রাঘোরে আসিয়া জননী
তারে কোলে ক'রে বসে থাকে।

সে যে দুর্গতি নাশিনী শ্যামা,
ও সে তনয়ায় তরাতে, আসিবে ধরাতে
হইবে নামের মহিমা।

আমি হই ক্ষুদ্র নারী জাতি
না জানি তার নামের মহিমা
নাহি জানি স্তব স্তুতি।

যদি তার চরণ যোগ্যা হ'তে পারি—
তখন তার চরণ দুখানি
লইব মস্তকে ধরি।

সে যে অতি ভাল বাসে মোরে
আমি ও তাহারে ভালবাসি বটে—
কিন্তু কি দিব তারে।
খেদে ভক্ত শিবদাসী কয়
মায়ের সে করুণা মায়ের সে দান
শোধ করা নাহি যায়।

দেশ—তেতালা।

ও আমার শিব হৃদি রাণী
ও মা তুমি আমার ভজন পুজন
তুমি পূণ্য জানি।
তুমি আমার যাগ যজ্ঞ তুমি আমার জ্ঞান
তুমি আমার সর্ব্বতীর্থ তুমি ব্রত দান।
তুমি আমার গয়া গঙ্গা প্রয়াগ মথুরা কাশী
তুমি বৃন্দাবন তোমায় বড় ভালবাসি।
তুমি আমার হরিদ্বার অযোধ্যা আর লঙ্কা
তুমি না থাকিলে আমি মনে পাই শঙ্কা।
শিবদাসী বলে তোমায় কৈলাস হ'তে আনি
আমার হৃদ মাঝারে করবো তোমায় রাণী।

সুরট—কাওয়ালী।

ও আমার গিরি রাজবালা
এস মা এস মা শ্যামা তুমি যে মা হররমা
ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী তুমি কল্যাণী কমলা।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্রের শচী সাবিত্রী
তুমি আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি বাবা ভোলা।
তুমি চন্দ্র সূর্য্য তারা, গ্রহ নক্ষত্র অপ্সরা
তুমি মাগো বরুণ কুবের বিদ্যুৎ চপলা।
ভক্ত শিবদাসী কয়, গঙ্গা মনসা মা সব হয়—
যমরাজ ইন্দ্র এ সব হয় মায়ের খেলা।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

আমায় কে শোনালে কালী নাম গান
শ্রবণ ভিতর গিয়া চক্ষু জলে ভাসে হিয়া
হৃদয়ে ধরিল আসি তান।
অপূর্ব্ব মধুর স্বরে, মায়ের নাম গান করে,
পুলকে ভরিল মম প্রাণ।
দাও মা সুস্বর তারা হৃদয়ে অমৃত ধারা
করিব মা তব নাম গান।

রোগ শোক করে মুক্তি হৃদয়ে দাও মা শক্তি
রচি যেন তব নাম গান।
কেঁদে শিবদাসী কয় দুষ্ট লোকে মন্দ গায়
করি ব'লে তব নাম গান।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

দন্ত বিকসিত মুক্তার গাথনি
কে ঐ রমণী শ্মশানে হায়।
বামা হাসিছে খেলিছে জিহ্বা মেলিছে
উলাঙ্গিনী বেশে দাঁড়াইয়ে রয়।
এলায়ে চাচর চিকুর জাল
শোভিছে হস্তে নর কপাল।
যেন কমল তুলিয়া মুখখানি গড়িল
চন্দন বিন্দু শোভিত তায়।
নরশির মালা শোভিছে গলে
ঘন ঘন নিতম্ব দোলে—
করতলে অসি ভালে শোভে শশী
অলক্ত রাগ রঞ্জিত পায়—
রক্ত জবা মালা কে দিল গলে
ভবেরে রেখেছ তব পদতলে;
ওমা এসেছো শ্মশানে, কেন কি কারণে
লাজ লজ্জা চক্ষু খেয়ে।

দ্বিজ কন্যা শিবদাসী ভনে—

মা বিরাজে আমার সর্ব্বস্থানে

কি বা সে শ্মশানে কি বা সে মশানে

সরম ধরম সব তেয়াগিয়ে।

ভৈরব—তেতালা।

জাগো কালী জগৎ মাঝে

নইলে কলি প্রবল হয়।

মানুষের কি দোষ আছে মা

জ্ঞান হারা হ'য়ে রয়।

ক ক্কা কালিকা রবে

আদি অন্ত বেদে কবে—

অজ্ঞান নাশ মা শিবে

নইলে জগৎ উল্‌টে যায়।

আনন্দেতে মগ্ন যারা

হিংসা দ্বেষ মা করে তারা

ভাবে না কেবল ছার সংসার—

এখানে কেবল দুঃখ রয়।

হাস্‌ছে মানুষ সারা বেলা

রাত্রের মধ্যে দুঃখ জ্বালা

এ কেবল মা মায়ার খেলা—
এখানে কি শান্তি রয়।
বিপদে পড়িবে যবে—
তখন ডাক্‌বে কোথা শিবে
পার হ'লে তোকে ভুলে যাবে
তখন কালী কে বা হয়,
মানুষ গুলো জ্ঞান হারা
দৃষ্টি শক্তি পায় না তারা
জ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে তাদের
তরাইতে উচিৎ হয়।

ভৈরবী—খেমটা।

মাগো তুমি লুকায়ো না আর
আমি সব তেয়াগিয়ে, এক মন হ'য়ে
তোমারে করেছি সার।
দিবা নিশি ভাবি তারা ব্রহ্মময়ী,
শোন মা ব্রহ্মময়ী তবে কথা কই
তুমি বই ভবে কে আছে আমার,
আমার তুমি তোমার হ'য়ে রই।
কালী ব'লে যদি যায় এ জীবন,
তবু ছাড়িব না ও রাঙ্গা চরণ,

তবে দিয়ে দরশন কেন লুকাইলি
ও রণ রঙ্গিনী কি খেলা খেলিলি,
শিবদাসী কয় কালী করোনা ছলনা
শোন্ শবাসনা তারা ত্রিনয়না—
তোমারে ভেবেছি ও পদ ধরেছি
তরি যদি ভব পারাবার।

ঝিঁঝিট বেহাগ—একতালা।

আসিয়ে এ পৃথীবীতে সয়েছি মা বিষম জ্বালা
তাই ডাকি মা ও মা তারা
শরীর হলো মা ঝালাপালা।
সাজিয়ে সংসারী সাজে
খেলেছি মা অনেক খেলা,
এখন ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা
হলো যে গো বিকাল বেলা।
ডুবে গেছে চন্দ্র সূর্য্য
নাইকো যে মা পৃথিবীতে।
ভবের এ অন্ধকারে আর—
থাক্‌তে নারি কোন মতে।
মায়াচ্ছন্ন সংসারে, রাখে জীবে মোহের ঘোরে
ঘুম ভাঙ্গলে কেঁদে উঠে
মা কোথা মা কোথা করে।

দ্বিজ কন্যা শিবদাসী মা
পড়েছে বিষম ঘোরে—
তারা নামের সার্থকতা বুঝিয়ে
নেবে কে ভব পারে।

মধু মাধা সারঙ্গ—কাওয়ালী।

আমার কালী নামাবলী অঙ্গে।
কর্ণে শুন্‌ব কালী নাম মুখে বলবো কালী নাম
জপিব কালী নাম ব'সে রঙ্গে।
হেরিব কালো জল, খাব কালো ফল
করিব কালী নগরেতে বাস
চোখে দেখবো কাল কাক্‌
কোকিল কাল্‌সাপ—
করিব কালো ঘরে বাস।
আমি কালো বস্ত্র পরি, কাল শয্যায় শোব
হস্তে লইব কালো ঝুলি।
আমি কালো পথে হাটব কালো মানুষ দেখিব
হেরিব চক্ষে কাল ধূলি।

আমি কালো ভাল বাসিব কাল মেঘ দেখিব
বাস করিব কালো মানুষের সঙ্গে—
আমি দেখিব কাল কেশ
নিজে হব কালো বেশ
মাখিব কালী চরণামৃত অঙ্গে।

বাগেশ্রী—একতালা।

কালী প্রেম ভাব সাগরে
ডুবে যা মন শোন্‌রে বলি।
দিবানিশি রসনা তোর
বলে যেন কালী কালী।
কালী প্রেমের বইছে নদী,
ডুবে যারে সেই সাগরে।
খুঁজে মিল্‌বে রতন,
তাতে শক্তিরূপা মুক্তা ধরে!
কারো কথা শুনিস্ না রে মন
কালী নাম গুণগানে যাওরে মাতি।
হবেরে তোর কার্য্য সিদ্ধি
চাঁদ জ্যোছনা উঠ্‌বে ভাতি!

সাধন গান।

দ্বিজ কন্যা শিবদাসী কয়
হ'লে পরে আপনি খাঁটী—
কে আর তোর ক'রবে কি মন
আপন মনকে কর মাটী।

বাগেশ্রী—তেতালা।

আমার এই ভাঙ্গা ঘরে দুপুর রাতে
চাঁদের মেলা।
যুগল বেশে শিব কালী
আপন মনে ক'রছে খেলা।
হাস্‌ছে মা ত্রিনয়নী
কইছে কথা শিবের সনে।
শুন্‌ছেন ত্রিপুরারী
খেল্‌ছেন আমার কালীর সনে।
সাদা বরণ শিবের আমার
কাল বরণ এলোকেশী—
ওরে, এক ধারেতে ডমরু অসি
একধারেতে করে অসি—
সাদা কালোয় মেশামিশি
কি শোভা হ'য়েছে ভাল

ঘরের ভিতর চাঁদের ঘটা
যুগল চাঁদে আমায় দিচ্ছে আলো।
শিবদাসীর প্রাণের ভিতর
যুগল চাঁদের লাগলো খেলা
আমি ভাসিয়ে তরী কালী প্রেমে
কাটিয়ে যাব ভবের খেলা।

দরবারী কানেড়া—তেতালা।

মনের কথা ব'লব তোমায়
শুনে যা গো ব্রহ্মময়ী।
এবার আমি বলি আর তুমি শুন মা
আর যেন কারে নাহি কই।
যখন দুঃখ হয় গো মনে,
কইব কথা তোমার সনে
আমি কাঁদি ডাকি আপন মনে
আমি আপন ভাবে আপনি রই।
আমার এ প্রাণের কথা
কেউ ত বুঝে না মাতা,
বলতে গেলে যেথা সেথা
মোরে পাগল বলে কৃপা ময়ী।

জগৎটা মা এমনি অন্ধ
ক'রতে চায় আমার কালী বলা বন্ধ,
হাসে আর মজা মারে মা
বলে গান কচ্ছে শুন ঐ।
শোন্ মা তারা শবাসনা,
ভাবুকের ভাব কেউ বুঝে না,
মিছামিছি দেয় যাতনা
মানীর মান মা রাখে কই।
আমি তাই ডাকি মা সদাই তোরে
ব'লব কথা আর বা কারে,
দুঃখ যে কেউ বুঝে না রে,
উল্‌টে ব্যথা দেয় গো ঐ।
তোমার সনে আমার কথা
বল্‌লে দুঃখ যায় গো মাতা,
তাই বলি মা আছ কোথা
দেখা দেগো দয়াময়ী।

যোগীয়া—তেতালা।

আমি তাই ডাকি কালী, ওগো মুণ্ডমালী
ভবে এসে হ'ল আমার যাতনা সার,
যদি ভবে এসে পূর্ব্ব কর্ম্ম-বশে
দুঃখ সমুদ্রে দেব কি সাঁতার।

এ জলধি তলে কূল নাহি পাই,
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।
এ জলধি মাগো কেমনে তরিব,
ভাবি তাই মনে হব কি পার।
সদা মনে হয় কোথায় বা যাই
কারে বা যাতনা বেদনা জানাই,
তুমি না বুঝিলে কে বুঝিবে আর
তারিণী গো কর আমারে নিস্তার।
দুঃখ সিন্ধু মোর ছিল মা কক্ষে
ক্রমে ক্রমে এসে বসিল বক্ষে,
শিবদাসী কয় মা কেমনে পাই রক্ষে
তোমার চরণ ক'রেছি সার।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ

তেতালা।

হৃদি মাঝে চিতার আগুন
জ্বলছে যে মা নিশিদিন।
ভাবনা যাতনা সহিতে সহিতে
দিন দিন হ'ল দেহ মন ক্ষীণ।
অনেকের মা দেখি চেয়ে
দুঃখের পরে সুখই আসে।

আমার কপালে সুখ নাই কো
পাই না শান্তি দৈব বশে।
বল দেখি মা শুধাই তোরে
ক'রব কত কর্ম্ম আর।
ধর্ম্ম ক'রতে কর্ম্ম সারা
এই হ'ল কি তোর বিচার।
সুখ দুঃখ দুটী জিনিষ
সংসার মাঝে আসে যায়।
আমার মত চির দুঃখী
এ ভবেতে কেহই নয়।
ক'রে যতন ছেঁচে সাগর
রত্ন নাহি মিলে আমার।
রত্ন তুলিতে বিষ উঠিল
আমার কাদা ঘাটা হ'ল মা সার।
শিবদাসীর কথা রাখ মা
জ্বালিও না মোরে আর।
দুঃখী জনে দয়া করে
তোমার কালী নাম কর সার।

কানেংড়া—একতালা।

অপূর্ব্ব দর্শন (কবিতা)

মায়ের পূজা ক'রছি ব'সে, এল এলোকেশী
পৃষ্ঠ ভরা চাঁচর চুল করতলে অসি
হাতে মুণ্ড করে অসি দিগম্বরী হ'য়ে
মুণ্ডমালা গলায় দিয়ে অমনি এলো ধেয়ে।
জগন্নাথ দেখিবারে আশা ছিল বড়,
বাঞ্ছাকল্পতরু মাতা বাসনা পুরাল।
ব'লেছিনু মাগো আমি পরাধীন মেয়ে,
তোর চরণে সর্ব্বতীর্থ দেখ্‌বো আমি চেয়ে।
মায়ের পদতল দিয়ে এল জগন্নাথ পুরী,
জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রারে দেখি নয়ন ভরি।
আশ্চর্য্য ভাবেতে হইল অপূর্ব্ব দর্শন,
ঘরে বসি তীর্থ ফল পাইনু এখন।
ভক্ত শিবদাসী বলে শুন ভারতবাসী,
মায়ের পদে মন্‌টী সবে রাখবে দিবানিশি।
কোন কষ্ট রবে না—আর আনন্দেতে রবে,
ঘরে বসি সর্ব্বতীর্থ দরশন পাবে।

মালকোষ—তেতালা।

এ বিশ্ব সংসার সৃজিত যাহার,
গাও জগৎবাসী তাহার জয়।
এই যে সংসার, এ মায়ার খেলা,
এখানে এ সব কিছুই নয়।
ধরিয়ে সুতান, কর বিভু গান,
আনন্দে নাচিয়া মন প্রাণ খুলে।
যেন সুস্বর লহরি, ধরিয়া মাধুরী,
চৌদিকে যেন যায়রে চলে।
তাঁহার দয়ায় সকলি হয়,
কেন তাঁর নাম যাওরে ভুলে।
শোক দুঃখ সব পলাইবে দূরে,
ভব পারাবারে যাবেরে চলে।
খোলরে নয়ন হের ত্রিভুবন,
জীবের দুঃখ দেখ চক্ষু মেলে।
যাতনা যাইবে, সকলি পাইবে,
বিশ্বপতির পদে মন সঁপিলে।
কাতর হৃদয়ে শিবদাসী কয়,
নিরানন্দ যায় তায় ডাকিলে।
কর মন প্রাণ তায় সমর্পণ,
নাচরে গাহরে দুবাহু তুলে।

আশাবরী—একতালা।

জগৎ জননী তারা ত্রিনয়নী, আমি প্রণমি চরণে জননী,
তোমারি লীলা এ তোমারি খেলা কেন দুঃখ দেও তারিণী।
সুখের সংসার হ'য়েছে শ্মশান আসিয়া ভবের মাঝারে,
মনে হয় বনে, অথবা শ্মশানে খুজিয়া দেখিব তোমারে।
তব চরণ তলে,পড়ে আছি ব'লে ত্রিতাপে জ্বলি গো তারিণী।
তাপিত তনয়া ওমা ভব জায়া, কবে দেখা দিবে জননী,
চিন্তা তাপে জ্বরা, ও মা চিন্তা হরা, হর হর চিন্তা জননী।
শিবদাসী তনয়া,ডাকে গিরি জায়া শিবে গো শ্মশানবাসিন

কবিতা।

ও মা আসিবি গৃহ মাঝে আয় আয় চলে আয়,
ও গো এলোকেশে দুলে দুলে নূপুর দিয়ে পায়।
রুণু ঝুণু বাজুক নূপুর সুমধূর শব্দ উঠুক তায়,
চরণ মাঝে পদ্ম আঁকা আলতা শোভা পায়।
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা করে অসি লয়ে,
শিব সঙ্গে দাঁড়াও আসি আল্‌তা পায়ে দিয়ে।
রক্ত জবা ফুল মালা সাজবে গলদেশে,
নরশির মুণ্ডমালা শোভে তার পাশে।

হাতে নরমুণ্ড ছিল লোল জিহ্বা আর,
মাথায় সোণার মুকুট আর যত অলঙ্কার।
কাণেতে হীরার দুল সিঁথায় সিন্দুর দিয়ে,
ছোট ছেলে কার্ত্তিক আস্‌বে হাতটী ধরিয়ে।
পদতলে সরস্বতী পুঁথি কোলে লয়ে,
বীণা যন্ত্রে কালী গুণ গাবে গো বসিয়ে।
দৌড়ে এসে নারদ মুনি করিবে প্রণাম,
বীণা যন্ত্রে গাইবে নারদ কালী গুণ গান।
ভক্ত শিবদাসী বলে শুন ভারতবাসী—
এই রূপেতে আলোর ভিতর শ্যামা পূর্ণশশী,
দেখেছিনু কৈলাশপুরী অপূর্ব্ব সুন্দর—
জীবন্ত প্রতিমা দেখি কাঁপি থর থর

শিবের গীত।

শঙ্করা—তেওরা।

একি লীলা কর ভোলা বুঝিতে না পারি,
লইয়ে ত্রিশূল করে, আসিতেছে রূপ ধ'রে
দাঁড়াইলে গৃহ মাঝে ওহে বিষানধারী।
সুন্দর মূরতি তব তোমায় কি দিব হে ভব
কি ফুলে পূজিব তোমায় ওহে ত্রিপুরারী

কোন মন্ত্র বল্‌লে পরে, আসিবে হে মম ঘরে,
কোন সে সাধন বলে, আমার যাবে নয়ন বারি।
কর্ম্মময় জীবন মোর, ঢেকেছে তমসা ঘোর
আসিবে কি আলো পুনঃ আঁধার নিবারি।
ভক্ত শিবদাসী কয়, শোন প্রভু দয়াময়,
নিজগুণে কর ক্ষমা আমি জ্ঞানহীণা নারী।

আশা—একতালা।

কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছি শ্যামা
আর কত কাঁদাবি মোরে,
প্রাণের ব্যথা বেড়েই গেল
কাঁদতে যে আর পারি নারে।
আমার বলিতে ছিল যারা
একে একে যাচ্ছে তারা,
আমি কি মা দুঃখের বোঝা
বইতে ব'সে থাক্‌বো ভবে।
বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখের বোঝা
ব'সে ব'সে দেখছো মজা,
দেখ্‌না চেয়ে মোরে প্রাণ ফেটে যায়
মরি ভেবে।

সিন্ধুরা—তেতালা।

শ্যামা তোমারে জপিয়া তোমারে পূজিয়া
গতি যদি নাহি পায় মা জীবে,
তবে আর কেনে এ মর ভুবনে
কে আর তোমার নামটী লবে।
ওমা শয়নে স্বপনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
যে ডাকে তোমারে মাগো তারা,
দুঃখে দুঃখে দগ্ধে তারে—
কর মা তাহারে চিত্তহারা।
তোমার চরণ ক'রেছে যে ধ্যান—
চোখের জলে সে হয় দৃষ্টিহারা।
জগৎ মাঝে, পাপী তাপী যত
চারি দিকে তায় ক'রছে তারা।
সত্যের জয় নাই মা হেথা,
মিথ্যার জয় জগৎ মাঝে,
যার ইচ্ছা ব'লছে ক'রছে—
তবুও আছি মা আপন কাজে।
আক্ষেপ হৃদয়ে শিবদাসী কয়
শ্যামা মায়ের নামে কই হ'ল জয়
ধর্ম্মের পরিণাম এইরূপই হয়,
তাকে দগ্ধে মরতে হয় জগৎ মাঝে।

ঝিঝিট—একতালা।

মাগো দিও না দিও না ফাঁকি
আমি ঐ পদ লব যতনে সেবিব
হৃদয় মন্দিরে রাখি।
তুমি মোর প্রাণের উপাস্য দেবতা
তোমা সম আর ত্রিভুবনে কোথা
তোমার চরণে জানাব বেদনা
যখন যেখানে থাকি।
দিবা নিশি যেন ও পদ ধেয়াই
নিশি দিন যেন তব নাম গাই
বিপদে আপদে সম্পদে যেন
তব পদে মতি রাখি।
শিবদাসী কয় মা আমিত অজ্ঞান
কি জানি জ্ঞান ভক্তির সন্ধান
তব তত্ত্ব কথা আমি পাব কোথা
মোরে দিও নাকো আর ফাঁকি।

বেহাগ খাম্বাজ—দাদরা।

আস্‌ছে আমার মা জননী
নূপুর পায়ে দিয়ে,
আদর ক'রে নিই গো তারে
সে যে বড় অভিমানী মেয়ে।
দুলে দুলে আস্‌ছে চ'লে
এলোকেশী হ'য়ে,
নেংটা মেয়ে আস্‌ছে আমার
চতুর্ভূজা হ'য়ে।
মাথায় মুকুট কাণে দুল—
গলে মুক্তা মালা,
হেট মুখে চেয়ে দেখি তার
চরণ তলে ভোলা।
নাচ দেখি মা তালে তালে
দেখি আঁখি মেলে,
হবে আশা মনে আমার
চরণ পাব ব'লে।
লোকের কাছে বলি ব'লে
মায়ের অভিমান,
আস্‌তে আস্‌তে রাগ করে আবার
পেছন ফিরে যান।

হাতে মুণ্ড করে অসি
শ্যামা দিগম্বরী,
আমি যে তোর অবোধ মেয়ে
ক্ষমা কর শঙ্করী।
মাথা কুটে পায়ে ধ'য়ে
ভাঙ্গবো তোমার মান,
লোকে শুন্‌লে তোরি মাগো
বাড়িবে সম্মান।
ভক্ত শিবদাসী বলে মা তুই গো লাজুক মেয়ে,
ঐ জগৎবাসী আছে যে তোর আশা পথ চেয়ে॥

পরজ—একতালা।

ভজন পূজন নাই মা আমার
তোমার চরণ সার,
যেন, তব পদে মতি থাকে দিবারাতি
না জানি সাধনা আর।
এ ভব সাঝারে অকুল তুস্তরে
তুমি মোর কর্ণধার,
তব যুগল চরণ হইবে তরণী
তাই ধ'রে হব পার।

তুমি মা আমার আমি মা তোমার
আর কেহ মোর নাই,
আমি মা মা বলিয়ে আকুল হইয়ে
দিবা নিশি ডাকি তাই ।
শঙ্কট বারিণী করুণা রূপিনী
কোথা ওগো ভব জায়া,
ও তোর কাতর কিঙ্করী স্মরে গো শঙ্করী
দেহ তারে পদ ছায়া ।
ওগো ত্রিদিব বাসিনী ত্রিলোক পালিনী
ত্রিতাপ নাশিনী শ্যামা,
আমায় দূর কর রোষ হও পরিতোষ
নিজগুণে কর ক্ষমা ।
দিবানিশি কত শত অপরাধ
করি মা চরণে তোর,
এই দাও প্রসাদ সেবা অপরাধ
ঘটাইও না তুমি মোর ।
পুরা মা আমার মনের বাসনা
ত্রিতাপ নাশ গো কালী,
আমি সার ভাবিয়া ধরেছি চরণ
পরাণ দিয়াছি ডালি ।

———

পিলু বারোয়া—দাদরা।

আমার আয় গো কালী ধরা মাঝে
অসি ধরা করালিনী,
ওমা নৃত্য ক'রে আয় মা শ্যামা
ত্রি জগৎ মনমোহিনী।

ভবের বুকে পা দিয়ে মা
দাঁড়াও আসি গৃহ মাঝে,
আমি আশা করি আছি ব'সে
দেখবো ব'লে চরণ রাজে।

তুলে জবা থরে থরে
সাজাইয়া মা রাখবো ঘরে,
পূজিব ব'লে চরণ তোমার
ভক্তি ভরে মা শিবাণী।

আনবো কমল যতন ক'রে
বিল্বপত্র সাজি ভ'রে—
দেব তোমার চরণ তলে
প্রাণের কালী ঐ তারিণী।

আমি গাঁথবো মালা যতন ক'রে
পরাতে মা তোমার গলে,
সাজাবো তোমায় পুষ্প সাজে
দেখবো আমি আঁখি মেলে।

বাটি ভ'রে রক্ত চন্দন
রাখবো কত যতন ক'রে,
মনে সাধ আছে আমার
মাখাব তোমায় আদর ক'রে।
ধূপ গুগ্‌গুল্ কর্পূরাদি
কুঙ্কুমাদি বাটি পুরে,
সাজায়ে রেখেছি শ্যামা
তোর পূজা করবার তরে।
অতপ চাল পাকা কলা
নৈবেদ্যাদি যতন ক'রে—
পায়সান্ন লুচি মেঠাই
রেখেছি মা ভোগের তরে।
শঙ্খ ঘণ্টা কাসর বাদ্য
বাজাব মা জোরে জোরে
আমার আস্‌বে ব'লে মা জননী
চরণ নূপুর বাজবে ঘরে।
কৌটা ভ'রে সিন্দূর টুকুম
রেখেছি মা যতন ক'রে,
তোর সিঁথিতে দেব ব'লে
আছি কত আশা ক'রে।
শিশি ভরা আল্‌তা রাখবো
রক্ত চেলি রাখবো আর—

আসবি কখন জননী গো

পথ চেয়ে কত থাক্‌বো আর।

মুখে কালী কালী রব

জগৎ দেখবো কালী ময়,

হৃদয় মাঝে দেখবো কালী

সেই কালীতো আমার হয়।

প্রাণে ভক্তি প্রেমের তুফান

উঠ্‌বে ঢেউ থরে থরে,

জ্ঞানের বাতি জ্বলবে প্রাণে

ও সে কালী নামের জোরে।

কর্ণে শুন্‌বো কালী রব

কিঙ্কিনী নূপুর ধ্বনি।

তোর চরণে লিপ্ত হব

আর কিছু চাইনে জননী.

ভক্ত শিব দাসীর বাঞ্ছা

শুন গো মা নারায়নী!

সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর

নানারূপ ধারিণী!

আশাবরী—কাওয়ালী

মা তুই আমার নয়ন তারা
ওগো তোরে না দেখিলে ক্ষণে ক্ষণে
আমি হই যে গো জ্ঞান হারা।
ও তোর অতুল রূপের রাশি
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নয়নের কোণে
উঠিতেছে মোর ভাসি।
মা তুই আমার হৃদয় রবি
তোরে ভালবাসি ব'লে দিবানিশি আমি
তোরই কথা ভাবি।
ও তুই আমার একেবারে হবি কবে ?
ও সে দেখে যেন জগৎবাসী
মুগ্ধ হ'য়ে রবে।
আমায় শকতি দিও গো তারা
ধর্ম্মে কর্ম্মে যেন মা আমার
প্রাণেতে পড়ে গো সারা।
আমি ধরিতে তোরে যে পারি না
কত দিনে আমি ধরিব মা তোরে
তাহা তো আমি জানি না।
তোর গায়ের পাই তো ঘ্রাণ
দিবা নিশি যেন সেই গন্ধে মোর
ভ'রে থাকে মন প্রাণ।

আমি তোর সত্য ভক্ত যদি হই।
বহু বহু ক্রিয়া দিয়ে মোরে
দাও মা কৃপাময়ী।
তোর ভক্ত শিবদাসী বলে
জগৎ মাঝে শক্তি প্রচার ক'রে
আমি যাব চ'লে।

রামকেলী—কাওয়ালী।

শ্যামা কালো বলে তোমায় কে ?
ঐ কালোর মাঝে ভুবন আলো
আমার নয়ন লেগেছে।
কালো বরণ এলোকেশী
করতলে ধরে অসি—
মা যে পূর্ণশশী
ভূতলে নেমে এসেছে
গলে নর মুণ্ড মালা
চরণ তলে প'ড়ে ভোলা
ডাকিনী যোগিনীর খেলা
অট্ট অট্ট হেসেছে

ভৈরবী—খেমটা

এসেছিমা ভবের মাঝে
খেল্‌তে দুদিন মায়ার খেলা,
তাই ব'লে কি পরতে হবে
কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচের মালা।
অনিত্য সুখের আশে, দেশ বিদেশে
অর্থ আশে বৃথা দিন যায়,
সদা সংসার কার্য্যে রত, ভাবতে পরমার্থ
আমার সময় নাহি হয়।
প্রতিদিন মনে করি ব'সে মা তোর
চরণ পূজিব আমি,
ভাবতে গেলে তোরে কার্য্য এসে পড়ে
উপায় করগো তুমি।
আক্ষেপ হৃদয়ে শিবদাসী কয়
সংসার নরক ঘোর,
এতে শান্তি কভু নাই রাগ হয় তাই
কেবল যতনা মোর।

পরজ কানেড়া—একতালা।

আলোক মূর্ত্তিতে নয়নের পথে
কে ঐ রমণী দাঁড়ায়ে রয়,
যেন অগ্নিময় জ্বালা চাহিতে পারি না
চক্ষু যেন বা ঝলসি যায়।
বামা একবার আসে পুনর্ব্বার যায়
কখন দাঁড়ায় হ'য়ে আকা বাঁকা,
ও তার চলিতে চরণ কাঁপিল ভুবন
আমার প্রাণেতে থাকিল আঁকা।
ও মোর প্রাণের পুতলি শুন গো বলি
যেও না মাগো ফিরিয়া আর,
তুমি না থাকিলে বাঁচিব না প্রাণে
সকলি দেখি যে শূন্যাকার
ক'রে এ রাঙ্গা চরণ হৃদয়ে ধারণ
সার্থক জীবন করি।
তোমার চরণে পরাণ বাঁধা
জান তো মা শঙ্করী,
যদি গো তোমারে ধরিবারে পারি
তবে তো হইব জয়ী—
ভক্ত শিবদাসী কেঁদে বলে মাগো
হবো আমি বিশ্বজয়ী।

পিলু বারয়াঁ—ঠুংরী।

মাগো তুমি আমার হৃদ্ পিঞ্জরের
বড় সাধের পোষা পাখী.
ভক্তি ছোলা প্রেম ছাতু
যতন ক'রে খাইয়ে রাখি।
ভালবাসা জল দিয়ে মন ফল খাওয়াইয়ে
কত মত শুনবো বলি শ্রবণ পাতিয়ে রাখি।
দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গবে যবে
সেই দিন তুমি উড়ে যাবে
নতুবা তোমায় আমায় সারা জীবন মাখামাখি'

কবিতা।

সন্ধ্যার পর শয়ানে থাকি নির্জ্জনে আছি একাকী
কেঁদে কেঁদে ডাকি কালী ব'লে
হইল অপূর্ব্ব দৃষ্টি, দেওয়ালেতে ছায়া মূর্ত্তি
যেন নেচে যায় গো তালে তালে।
মায়ের কখন দেখি বিরাট মূর্ত্তি
কখন সে ছোট অতি
পুলকে হরিল মন জ্ঞান,

থাকে থাকে মূর্ত্তির ভিভর বিদ্যুৎ চমকে ঘোরতর
আনন্দে নাচিল মন প্রাণ।
কত কথা বলিলাম উত্তর না পাইলাম
প্রণাম করিনু ভক্তি ভ'রে,
বহুক্ষণ থাকি তাহা, আর না দেখিনু আহা
চলি গেল সেই শূন্য পরে।
খানিক পরে মধুর স্বরে নূপুরের শব্দ ক'রে
বহু দূরে যাচ্ছে যেন চলে,
ভক্ত শিবদাসী বলে বাড়ী প্রদক্ষিন ক'রে
নূপুর ধ্বনি যায় তালে তালে।
খানিক বন্ধ হয় তাহা আবার বাজিল আহা
নূপুর ধ্বনি পুনঃ শূন্য পরে,
এরূপ নূপুর ধ্বনি জীবনে আর না শুনি
ভ্রমে যেন মা পুনঃ শূন্য পরে।

গীত।

বল কেন ওরে মন লিপ্ত অকারণ
সংসার জঞ্জালে মগ্ন অনিবার,
মাতা পিতা ভ্রাতা, স্বামী ভগ্নি বৃথা
তুমি কার কে হবে রে তোমার।

হ'য়ে বদ্ধ মায়া ঘোরে, ভেবোনাকো ওরে
করের কালীর চরণ সার,
ত্যজ অসার ভাবনা সাধরে কামনা
পুরিবে বাসনা হবে রে পার।
ছেড়ে অসৎ সঙ্গ লহ সাধু সঙ্গ
নির্জনে সাধরে আপন কাজ,
ছাড়ি ঐহিক বাসনা কর পরমার্থ সাধনা
সজাগ কররে হৃদয় আজ।
ওরে সকলি অনিত্য এই কর্ম্মক্ষেত্র
মাঝেতে দেও রে শরীর ঢালি,
ফলাকাঙ্খী কিছু হয়োনারে মন
আপনি বিচার করিবে কালী।
বলে ভক্ত শিবদাসী কেন মন উদাসী
বৃথা চিন্তা সব দেও রে ছেড়ে,
হও রে মায়ের উপযুক্ত মেয়ে
কার সাধ্য তোমার করিবে কি রে।

যোগিয়া—একতালা

মাগো আমি ত্রিতাপের জ্বালায় মরি
ঘেরে অবিদ্যা জড়তা তারা শোনেনা মোর কথা
তাদের কিরূপে শাসন করি।

পঞ্চভূত ছয় রিপু মহাবল
দশেন্দ্রিয়গণ করে কোলাহল
আবার সংসার জ্বালা হলো মা প্রবল
সদা অন্ধকার হেরি।

বাসনা কামনা ছেড়েও ছাড়ে না
মায়া রাক্ষসীর সদা আনাগোনা
মিটিল না মোর ঐহিক বাসনা
আমি আশার ছলনে মরি।

আমার আমার করি অনিবার
কে আমার আমি হবই বা কার
আমার সাধনা হলো না মনই ছলনা,
মুখেই শ্যামা শ্যামা করি।

শিবদাসীর ছিল মনে আশা
শ্যামা মায়ের পায়ে মিশে যাব খাসা
আমার মিটিল না আশা, প্রবল পিপাসা
আমি মিথ্যা ঘুরে মরি।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি শ্মশানে যাইব শ্যামাকে ধরিব
দিব প্রাণ পদতলে,
ভস্ম মাখিব নাচিব গাহিব
আনন্দে দু বাহু তুলে।
যাবে মরম বেদনা ঘুচিবে কামনা
বিষয় বাসনা আর,
হব দীন ভিখারী শ্মশান বিহারী
না থাকিবে বাধা আর।
আমি একলা হাসিব গাহিব কাঁদিব
সঙ্গে লব না কারে,
আমি নির্জ্জনে পূজিব, বিরলে সাধিব
গোপনে রাখিব তারে।
অবিদ্যা জড়তা দূর ক'রে দেব
রাখিব না অভিমান,
তারা ব'লে আমি নির্ভয়ে থাকিব
যায় যাবে তাতে প্রাণ।
পাপ পরাজয় দেখাবো জগতে
ধর্ম্ম ধার্ম্মিকেরে রাখে।
শিবদাসীর মন হওরে চেতন—
ডাকরে সদা মাকে।

পিলু ভৈরবী—দাদরা।

মোরে বিপাকে ফেলিল তারা
এ পাকে বিপাকে ডুবে মরি পাকে
আবার দুইদিকে আসে তাড়া।

তৃষ্ণা দুই আছে মা প্রবল,
রোগের যাতনা হরে বুদ্ধি বল ;
কি বা ধরি আর কি বা ছাড়ি বল
আমি হ'য়ে আছি জ্যান্তে মরা।

অজ্ঞান তমঃ মোহ অন্ধকার—
মাঝে মাঝে এসে ঘেরে চারিধার,
কর গো জননী শঙ্কটেতে পার
আমি হ'য়ে আছি দিশে হারা।

ভক্ত শিবদাসী খেয়ে মরে পাক
তারা ব'লে তাই সদা দেয় ডাক্।
কুল কুণ্ডলিনী কূল দিও মোরে—
ক'রনা চরণ ছাড়া।

ভৈরবী—খেমটা।

মাগো আমার মনটা বড়ই ঠ্যাঁটা
যত করি তারে শাসন ততই বাধায় লেঠা,
দিয়ে যদি জ্ঞান দড়ি মন ব্যাটাকে বন্ধন করি
বায়ু আসি মাথায় চড়ি বাধায় মহা ঘটা।
ব'কে মরি আপন মনে, পরে কিছু থাকেনা মনে
নানা উৎপাত আমার সনে হ'ল মহা লেঠা।
শিবদাসী কয় মা শঙ্করী, বায়ু বেটাকে দূর করি;
ঐ মনের মাঝে বসিয়ে দেও মা ভক্তি প্রেমের খুটা।

বারয়াঁ—দাদরা।

এখনো কি দণ্ড দেওয়া হয়নি সারা—
এলোকেশী,
অধম তনয়ার প্রতি
বাদ সাধিলি মুক্তকেশী।
আমার নয়ন জলে বয়ান ভাসে
কাঁপি মা সদা তরাসে,
রোগে শোকে দেহ জরা
ছাড়ে না চিন্তা রাক্ষসী।

ফুরাইল সংসার খেলা,
দেখা দে মা এই বেলা ;
অনিত্য এই মায়ার বাঁধন
হলোনা সাধনা আর।

ভবের মাঝে সব অসার,
আসা যাওয়া বার বার ;
হৃদি জ্বালা অনিবার
সব ফক্কা শূন্যাকার।

গতস্য শোচনা নাস্তি ;
আর দিও না মোরে শাস্তি
শিবদাসীর ভয়ং নাস্তি—
কর তুমি মা এবার।

আশাবরী—কাওয়ালী

মাগো আমার সকলি হয় ভুল
মিথ্যা ভুলের মিথ্যা আশায়
ভেবে হই মা আকুল।
প্রতিদিন ভুল করি শত শত
ভুলের মধ্যেতে ঘুরি অবিরত
ভুল তো গেল না, চেতনা এলো না,
নাহি দেখি কোন কূল।

সুপথ বিপথ তাও তো চিনি না ;
কোথা পা দি ভেবেও দেখিনা
কবে দাঁড়াব সত্য পথে
সার যা জগতে—
হও তুমি অনুকুল।

চক্ষু অন্ধ তোমারে চিনি না,
ভকতি প্রেম কি তাও তো জানি না ;
ঘুচিল না মোর বিষয় বাসনা,
ঐহিক ত্যজিয়ে পরমার্থ বাসনা ;
গর্ব্ব অভিমান ছেড়েও ছাড়ে না ;
আমি দিবানিশি করি ভুল।

শিবদাসী কয় মা এই মহা ভুলে
দাঁড়াতে না পারি সত্য পথে চলে ;
দাঁড়াতে গেলে টেনে এনে ফেলে
আমার একুলে গেল দুকুল।

অদৃষ্টেতে মোর কুসঙ্গী জুটে
সাধু সঙ্গ মোর কদাচিত ঘটে—
এ মহা শঙ্কটে আছি করপুটে
মোরে অকূলে দেও গো কূল।

ভৈরবী— কাওয়ালী।

শ্যামা, তুমি মা পরমাগতি,
তোমার চরণে এ মহা বন্ধনে
যেন সদা থাকে মতি।
ভক্তি পাশ অস্ত্রে বাঁধি যেন তোরে,
প্রেম মহাবাণ সন্ধান ক'রে ;
রসনা ধনুক যেন সদা নাম ক'রে
বদন করে স্তব স্তুতি।
অবিদ্যা জড়তা দূর হ'য়ে যাবে
ব্রহ্মময়ীর নামে হৃদি শান্তি পাবে
চঞ্চলতা আর কিছু না থাকিবে
সর্ব্ব রিপু পরাজয়।
শিবদাসী কয় মা হরগো আঁধার
হৃদয়ে দেও জ্ঞান ভক্তির সঞ্চার
কৃপায় শঙ্করী, তমঃ নাশ করি
আত্ম দরশন যেন মোর হয়।

রাগিনী—আড় খেমটা।

কালী কৈবল্যদায়িনী তারা,
বারে বারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে
আমি হবো কি গো পথহারা।

আমার সব তুমি বুদ্ধি বল
সহায় হইয়ে আলো দেখাইয়ে—
পথেতে লইয়ে চল।
মাগো ক'রনা চাতুরী আর
উঠ্‌ছি নামছি সদা ঘুরিতেছি
কঠিন ধর্ম্মের দ্বার।
পথে কত শত বাধা আছে
চলিতে যাইতে উঠিতে পড়িতে
মরমে মরি গো পাছে,
তোমার স্মরণ লইনু তাই।
করিয়ে যতন পরম রতন যেন গো আমি পাই
ও তোর শিবদাসী জ্ঞানহারা
অনন্ত শক্তি হৃদয়ের বল
মোরে দিও তুমি তারা।

সাহানা মিশ্র—ঠুংরী।

শুন শুন বলি ত্যজিয়ে সকলি
চিন্তাময়ী মাকে ডাক্‌রে তবে,
বৃথা গেল দিন কিছু না করিলি
পারের উপায় কি তোর হবে।

যেদিন আসিবে শমন বল দেখি মন
সেদিন তোরে কে রাখিবে,
মাতা ভাই বোন স্বামী বন্ধু জন
তারা কি তোর সঙ্গে যাবে।
দেখ যত ধন জন, সব অকারণ
ছায়াবাজী সম না থাকিবে,
ও সব আসতে যেতে লাগে না দেরী
শেষকালে তোর দুকূল যাবে।
এখন সময় থাক্‌তে কর্‌বে কাজ
চিরকাল কি অন্ধ হ'য়ে রবে,
ওরে মলে পরে হাড় মাংস তোর
শেয়াল কুকুরে খাবে।
শিবদাসী কয় ত্যজে আলস্য
জড় দেহ জাগরে তবে,
নইলে কি কি ঘাঁটতে কাদা গোলক ধাঁধায়
বারে বারে তুই আস্‌বি ভবে।

(সমাপ্ত)